ভোরের কাগজ ৫৫
তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হুমকি–ধমকি এবং ভীত–সন্ত্রস্ত শিক্ষকসমাজ

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

মন্ত্রণালয় নামে একটি
ৱ প্রতিষ্ঠান আছে এবং
কর্মা শিক্ষা সচিব যে
ং বেশ প্রত্যক্ষ করতে
র কোনো ব্যক্তিগত
এমনকি নিজ চোখে
গনোদিন শিক্ষা সচিব
বে নানা কারণেই তার
ঠি (একটিকে আমি
মপত্র' নামে, আমার
খ্যায়িত করেছিলেন
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক
ষেধ সম্পর্কে) আমার
এবং এসব চিঠির
করে দৈনিক ভোরের
লিখতে হয়েছে। আমি
এসব চিঠিপত্রকে
ব সময় দেখি না।
ন হয়েছে, তিনি দেশের
কটি গুণগত পরিবর্তন
শেই দেশের যে কোনো
াসন্ন হলেই তিনি
নের জন্য শিক্ষকদের
রি করে এক একটি চিঠি
দ্বিধা নেই, এসব চিঠির
ই নির্দেশমূলক হয় যে,
রি করা ঠিক হচ্ছে কি না
ন্য এককভাবে শিক্ষকরা
ভীরভাবে বিবেচনার দাবি
প্রতিক্রিয়া দেয়া দেয়
মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়া
ংগ্রামেরও আবহাওয়া
দেশে যেহেতু বৃহত্তর
সেই মানুষের,
ঘটে না। তা ছাড়া
চিঠির বিধি ও
এদিক থেকে শিক্ষা
হককে দূর থেকে
রেছি তাতে তাঁর প্রতি
হচ্ছে ভালো–খারাপ
এই কারণে যে, তিনি
দেখতে চান, নকলমুক্ত
ন ইত্যাদি।
এখন শিক্ষা
শিক্ষার তেমন বিশেষ
না। এর শুরু থেকে
নিয়ম; শিক্ষাহীনতা, চরম
প্রধান হয়ে আছে। এর
তিনিই যিনি শিক্ষা–
না, জানেন না, মানেন
রেই ব্যস্ত থাকেন। সে
ব্যবস্থার আগাগোড়া
প হওয়াটি অতি
হয়েছে। কিন্তু কে তা
পর্যন্ত তেমন কোনো
হিসেবে পাইনি, যিনি
পর্কে সম্যক ধারণা
শিক্ষাবিদ, দেশের
য়া উচিত, আমাদের
সমস্যাগুলো কি কি,
ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে
র 'মতামত রেখেছেন,
রছেন। না, আমাদের
মন প্রয়োজন হয় না।
তে যেখানে গবেষণার
সেখানে শিক্ষামন্ত্রীর তা
য় বোকামি ছাড়া আর
ও তো একজন শিক্ষা
পারলেও অন্তত: নকল
তো বেশ তৎপর হতে

দেখি। কিন্তু তিনি যে উপায়ে এ সমস্যার সমাধান পেতে চান, তা কোনো স্থায়ী ফলাফল দেবে না বলেই তাঁর চিঠি সম্পর্কে আমার মিশ্র প্রতিক্রিয়া, ভিন্নমত। কেননা, তিনি সমস্যার সমাধানটি বোধহয় তাৎক্ষণিকভাবে, প্রয়োজনে জোর–জবরদস্তি করে হলেও পেতে চান। তাঁর প্রেরিত চিঠিতে সেরকমই একটা ধারণা থাকে।

আমি তাঁর স্বাক্ষরসহ প্রেরিত ১৮–১২–১৯৯৩ইং, স্মারক নং শাঃ ১১/বিবিধ, ১৪–২৮/৯৩/৬৫৪ শিঃ এবং ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটির কথা বলছি। বিজ্ঞপ্তিটি মূলতঃ ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটারায়ন, পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও তথ্য ফরম পূরণ প্রসঙ্গে। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন ও সুষ্ঠু ফলাফল প্রকাশ, বস্তুনিষ্ঠ, দুর্নীতিমুক্ত এবং ত্রুটিহীনভাবে এ সকল পরীক্ষার মূল্যায়নে সরকারের গৃহীত

সিদ্ধান্তাবলী এ বিজ্ঞপ্তিতে মূলতঃ স্থান পেয়েছে।

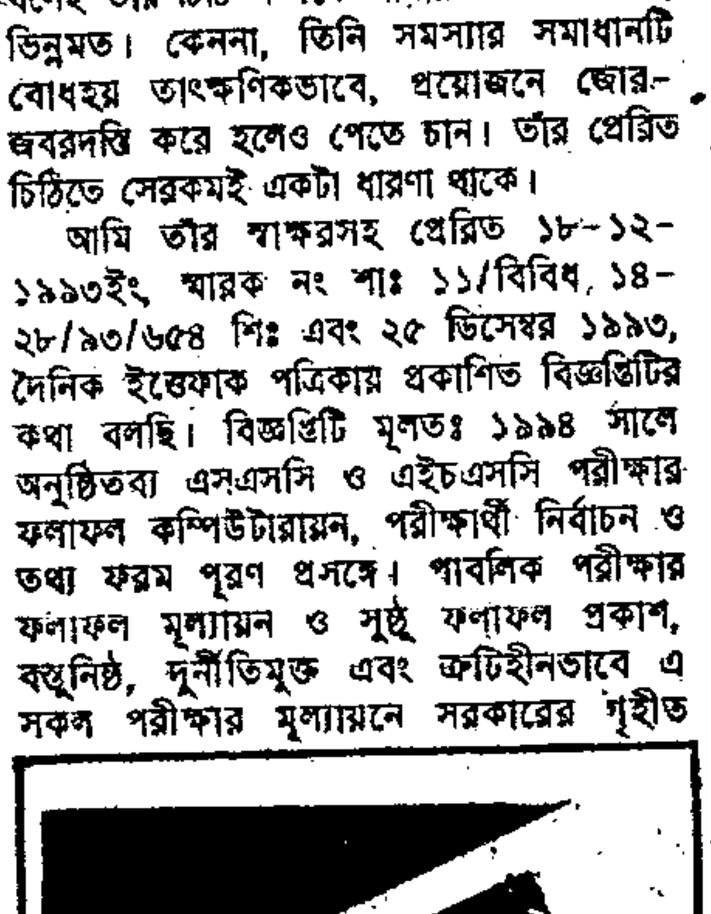

তবে এ সব সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েই সরকার যে ক'টি হুমকি–ধমকি ছাড়লেন, তা কেন এ প্রসঙ্গে করলেন ঠিক বোঝা গেলো না। বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় ধারাতে বলা হয়েছে– "যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীগণ পূর্ববর্তী তিন বছরের বোর্ডের পাসের গড় হারের শতকরা ৬০ ভাগ হারে পাস না করে, তা হলে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কিংবা শিক্ষক–কর্মচারীর বেতন–ভাতা বাবদ অনুদানপ্রাপ্তি/নবায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।" সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে "ভবিষ্যতে উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাদি বাবদ অনুদান প্রদান ও নবায়নের জন্য পূর্ববর্তী তিন বছরের পরীক্ষা পাসের হারের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন" করার সরকারি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। তাই বিজ্ঞপ্তির ষষ্ঠ ধারায় "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, উদারভাবে পরীক্ষার্থী নির্বাচনের কারণে যদি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হয় এবং ফলশ্রুতিতে তারা সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম কিংবা অনুদান হতে বঞ্চিত হন... তজ্জন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।"

এখানে কয়েকটি বিষয় দেখার রয়েছে। সরকার একদিকে দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি চান, তা অনুষ্ঠিত করার জন্য আগের কয়েকটি চিঠিতে সরকার ইনভিজিলেশন টীম গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় এ নিয়ে শিক্ষকদের জীবনের উপর কম ঝুঁকি যায়নি। এবছর ডিগ্রি পরীক্ষায় ইনভিজিলেশনের নামে এক ধরনের হযবরল অবস্থা বিরাজ করছে বলেই জানি। নকল প্রতিরোধের উপায় ও ব্যবস্থাদি নিয়ে সরকার কিংবা শিক্ষা সচিব কখনোই শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আন্তরিকভাবে আলোচনায় বসেননি। তারপরও শিক্ষকদেরকে নির্দেশ পালনের নিয়ম হিসেবে নকল প্রতিরোধে অংশ নিতে হচ্ছে। এর ফলে নকল কোথাও

> ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার খাতায় কিছু লিখতে না পারলে তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক–কর্মচারীদের দায়ী করার পদ্ধতিটি মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলা যায় না। লেখাপড়া এবং পরীক্ষা পাসের মান নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভিন্নতর মূল্যায়ন এবং করণীয় থাকতে পারে। সে পথে না এগিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেতন–ভাতাপ্রাপ্তির সঙ্গে বোর্ড পরীক্ষায় ৬০% তিন বছরে পাসের যে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, তাতে সরকারের নকল প্রতিরোধ অভিযান আঁতুড়েই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে।

কোথাও কিছুটা চেক দেওয়া সম্ভব হলেও এটিকে স্থায়ীভাবে নিরোধকরণে সরকার, প্রশাসন ও শিক্ষকদের যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের মতো অনেক কিছু করণীয় বাকি রয়ে গেছে। এরই মধ্যে বর্তমান চিঠিতে "শতকরা ৬০ ভাগ হারে" "তিন বছর" ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় পাস না করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে না, শিক্ষক–কর্মচারীগণের বেতন–ভাতা বাবদ অনুদান পাবেন না কিংবা তা নবায়িত হবে না বলে যে শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, তাতে তো এখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হয়ে গেছে ৬০% ছাত্র পাস করানো। কেননা, এ পাস শুধু ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাসই নয়, এর সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন–ভাতা পাওয়ার পাসও জড়িত। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার খাতায় কিছু লিখতে না পারলে তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক–কর্মচারীদের দায়ী করার পদ্ধতিটি মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলা যায় না। লেখাপড়া এবং পরীক্ষা পাসের মান নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভিন্নতর মূল্যায়ন এবং করণীয় থাকতে পারে। সে পথে না এগিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেতন–ভাতাপ্রাপ্তির সঙ্গে বোর্ড পরীক্ষায় ৬০% তিন বছরে পাসের যে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, তাতে সরকারের নকল প্রতিরোধ অভিযান আঁতুড়েই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি জনাব শিক্ষা সচিবকে শ্রদ্ধেয় আবুল ফজলের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। ১৯৭৪ সালে নকল প্রতিরোধে তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের নিয়ে তিনি যখন আপসহীনভাবে নকল প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন, তখন কেউ কেউ পাসের হার স্মরণাতীতভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলেছিলেন, এই অভিযানের ফলে শতকরা একজন ছাত্র পাস করলেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সেই বছরগুলোতে পাসের হার কমে গিয়েছিল বলে তো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি কেউ দেননি। কেননা, তখন ভাবা হয়েছিল নকলের সর্বগ্রাসী প্রবণতা থেকে ছাত্রছাত্রীদের মুক্ত করা। তা কয়েক বছরের জন্য সম্ভব হলেও সেই ধারাটিকে ধরে রাখা যায়নি। এর সঙ্গে দেশের রাজনীতিসহ অনেক কিছুই গভীরভাবে জড়িত ছিল। এখন যেহেতু গোটা জাতি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ ঘটাতে চায়, দেশে যেহেতু একটি নির্বাচিত সরকার, জনসমর্থিত বিরোধী দল, নির্বাচিত সংসদ রয়েছে এখন এ নিয়ে ভাবতে হবে সিরিয়াসভাবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি আবার ভাবেন তারাই সবকিছু বোঝেন, সুতরাং হুমকি–ধমকি দিয়ে সবকিছু করে ফেলবেন; সেটি যেমন বাস্তবে সম্ভব নয়, আমলা, প্রশাসকদেরও মনে রাখতে হবে শিক্ষাব্যবস্থায় যারা দীর্ঘদিন জড়িত আছেন, যাদের সত্যি সত্যিই প্রখর মেধা, ব্যুৎপত্তি, অভিজ্ঞতা রয়েছে; তাদের সংযুক্তি ঘটিয়ে সমস্যার বিস্তৃতি কোথায়, কিভাবে প্রসারিত হয়ে আছে, অথবা জট বেঁধে আছে– তাকে উন্মোচন না করে এ দেশে ৩৩০জন জনপ্রতিনিধি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যার নিরসন কিছুতেই এককভাবে করতে পারবেন না। একজন শিক্ষা সচিবেরও এ ক্ষেত্রে কয়েকটি চিঠি প্রেরণ ব্যতীত তেমন ফলপ্রসূ কিছু করতে পারার কথা নয়। বিক্ষিপ্ত–বিচ্ছিন্নভাবে আমরা শিক্ষকগণও অবশেষে কিছু করতে পারবো না। এর জন্য সমষ্টিগত মেধা, চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, শিক্ষাব্যবস্থাটিকে শিক্ষার প্রজ্ঞা দিয়ে সচল, গতিশীল, যুগোপযুগী করতে হবে, আদেশ–নিষেধ, হুমকি–ধমকি দিয়ে কিংবা দেশের কয়েক লাখ শিক্ষককে ভীত–সন্ত্রস্ত করে এর সমাধান মোটেই সম্ভব নয়। তা করতে গেলে নতুন নতুন সমস্যারই সৃষ্টি হবে। আমাদের সুবিশাল সচিবালয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়টি বেশ উঁচুতেই। আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে সচিবালয়। এতো উপরে দাঁড়িয়ে শুধু ঢাকা শহরই নয়, দৃষ্টি চারদিকে, বহুদূরে প্রসারিত হওয়ার কথা। আশা করি জনাব শিক্ষা সচিব এবং তার প্রশাসন দৃষ্টিকে অনেক দূর নিক্ষেপ করেই দেখবেন, বিবেচনা করবেন। এখন প্রয়োজন আসলে একটি যথার্থ শিক্ষানীতি, যা পৃথিবীর অনেক দেশ ও জাতির আছে; যে কারণে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে চলছে। আমাদের নেই, তাই আমাদের যা ছিল তাও হারাতে বসেছি। প্রশ্ন হচ্ছে– এভাবে আর কতো দিন আদেশ–নির্দেশের শিক্ষানীতি চলবে?

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, গবেষক, প্রাবন্ধিক। শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত: ইতিহাস চেতনা, বাংলাদেশে ইতিহাস পঠন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ।